১৮

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...06 SEP 1998 ...
পৃঃ ৫ কলাম ৭

নিরক্ষরমুক্ত জেলা মাগুরা

গোলাম মোস্তফা সিন্দাইনী

'বিকশিত মাগুরা' একটি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন উদ্যোগ। এ কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে গত ৩১ আগস্ট '৯৮ মাগুরা জেলা নিরক্ষরমুক্ত হয়।

'বিকশিত মাগুরা' কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে সাক্ষরতা আন্দোলন (টিএলএম) স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, ঋণদান ঃ দারিদ্র্য বিমোচন ক্ষুদ্র ঋণ, বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ উন্নয়ন। প্রাথমিক পর্যায়ে টিএলএম কর্মসূচীর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয় চলতি বছরের ১ মার্চ। এ কর্মসূচীর অধীনে সরকারী বরাদ্দ হয় '৯৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর। বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১ কোটি টাকা। তারপর আরও ৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়। টিএলএম কর্মসূচী চলার কথা ছিল ছ'মাস। কিন্তু কর্মসূচীর ৪ মাস অতিবাহিত হওয়ার আগেই মাগুরা জেলা নিরক্ষরমুক্ত হয়ে যায়। তবে কর্মসূচীর মেয়াদ হিসাবে ৩১ আগস্টই মাগুরা জেলা নিরক্ষরমুক্ত হবে বলে ধরা হয়েছিল।

'বিকশিত মাগুরা' কর্মসূচীতে যাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাদের বয়স ১১

'বিকশিত মাগুরা' কর্মসূচীতে যাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাদের বয়স ১১ থেকে ৪৫ বছর। কর্মসূচীর সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন জেলা প্রশাসক মুহঃ নুরুজ্জামান খান। মাগুরা জেলাকে নিরক্ষরমুক্ত করতে কর্মসূচীতে যোগ দিয়েছেন থানা ও জেলা প্রশাসনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

থেকে ৪৫ বছর। কর্মসূচীর সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন জেলা প্রশাসক মুহঃ নুরুজ্জামান খান। মাগুরা জেলাকে নিরক্ষরমুক্ত করতে কর্মসূচীতে যোগ দিয়েছেন থানা ও জেলা প্রশাসনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

বিকশিত মাগুরা কর্মসূচীর মাধ্যমে জেলার মানুষ সাক্ষরতা অর্জন করার পর সচেতন হয়েছে। তারা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছে। স্বেচ্ছায় পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাচ্ছে। আবার বাড়ি থেকে তাদের পড়াশোনা তৈরি করে দিতেও সাহায্য করছে। মানুষ অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথাও ভাবতে শিখেছে। পুরুষের পাশাপাশি সাক্ষরতা গ্রহণকারী মহিলাদের মধ্যেও সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মহিলারা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। তাছাড়া 'বিকশিত মাগুরা' কার্যক্রম চালু হবার পর থেকেই জেলার গ্রামাঞ্চলে নারী নির্যাতনের হার অনেকাংশে কমে গেছে। অপরদিকে মাগুরা জেলার ৪টি থানাতেই বেশ কিছু সংখ্যক বুনো সম্প্রদায় রয়েছে। শোনা যায়, এই বুনো সম্প্রদায়কে বাংলাদেশে আনা হয়েছিল সুদূর আফ্রিকা থেকে সেই ব্রিটিশ আমলে। তাদেরকে নীল কুঠিয়াল সাহেবরা নীলের কাজে লাগিয়েছিল। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে তারা শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। ইতোমধ্যে তারা সচেতন হয়ে উঠেছে। শুরু হয়েছে তাদের নতুন জীবন। তারা আজ বুঝতে শিখেছে, শিক্ষার পরশে মুছে দিতে হবে দীর্ঘদিনের নিরক্ষরতার অভিশাপ।

মাগুরা জেলা প্রশাসক ও 'বিকশিত মাগুরা'র সভাপতি মুহঃ নুরুজ্জামান খান জানিয়েছেন, গত ৩১ আগস্ট মাগুরা নিরক্ষরমুক্ত জেলা হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। সেপ্টেম্বর থেকে প্রতিটি গণশিক্ষা কেন্দ্রে ৩ মাসব্যাপী অব্যাহত শিক্ষার পাশাপাশি পুরুষ ও মহিলা প্রশিক্ষণার্থীগণের কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে মৎস্য চাষ, মুরগি খামার ও পশু খামার স্থাপন, সেলাই প্রশিক্ষণ, বনায়ন ও নার্সারি, বাঁশ, বেত, হস্তশিল্প ইত্যাদি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ইত্যবসরে কেন্দ্রভিত্তিক পুরুষ ও মহিলা সমিতি গঠন করা হবে। সমিতির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ইত্যাদি স্ব স্ব সমিতির সদস্যগণের দ্বারা মনোনীত/নির্বাচিত হবেন।

তিনি জানান, প্রতিটি সমিতির নিজস্ব ব্যাংক এ্যাকাউন্ট থাকবে। সদস্যদের আমানত সরাসরি ব্যাংকে জমা হবে এবং সমিতির কর্মকর্তা নিজে হিসাব পরিচালনা করবেন। আলোচ্য পুরুষ ও মহিলা সমিতির সকল সদস্য/সদস্যাকে দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। এছাড়া বেকার যুবক ও যুব মহিলাগণও এ কর্মসূচীর আওতায় কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন।

'বিকশিত মাগুরা' কর্মসূচীর গণশিক্ষা কেন্দ্র বিভিন্ন সময়ে পরিদর্শন করেছেন উর্ধতন পর্যায়ের সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ।

এই 'বিকশিত মাগুরা'র মাধ্যমে জেলাবাসী নিরক্ষরতার জগদ্দল পাথর অপসারিত করতে সক্ষম হয়েছে। এরপর আর কাউকে যেন নিরক্ষরতা গ্রাস করতে না পারে, সেদিকে খেয়াল রেখেই মাগুরার ঘরে ঘরে প্রজ্বলিত হবে শিক্ষার দীপশিখা।